অদ্বৈতবেদান্তে মিথ্যাত্বসমীক্ষা

মৃদুলা ভট্টাচার্য্য

সারাংশ : গৌড়পাদের মতে দৃশ্য নামরূপ জগৎ মিথ্যা। শংকরের দর্শনে প্রাতিভাসিক ও ব্যবহারিক বস্তু ঊর্ধ্বতন স্তরে মিথ্যা। অদ্বৈতবেদান্তে 'মিথ্যা' শব্দটি আধিবিদ্যক অর্থের বোধক। মিথ্যা বলতে অনির্বাচ্যকে বোঝায়। শংকরের মতে ত্রিবিধত্রিতয়বিলক্ষণ, বাচস্পতির মতে একবিধত্রিতয়বিলক্ষণ হল মিথ্যা। মিথ্যাত্বের পদ্মপাদ প্রদত্ত একটি, প্রকাশাত্মা প্রদত্ত দুটি, চিৎসুখ প্রদত্ত একটি ও আনন্দবোধ প্রদত্ত একটি লক্ষণ এখানে বিচারসহ আলোচিত হয়েছে। মিথ্যাত্ব লক্ষণের প্রেক্ষাপটে জগতের মিথ্যাত্ব ও মিথ্যাত্বের মিথ্যাত্ব এখানে উপপাদন করা হয়েছে।

বীজশব্দ : মিথ্যা, অনির্বাচ্য, ত্রিতয়বিলক্ষণ, চতুষ্কোটি বিলক্ষণ, মিথ্যাত্বমিথ্যা, দৃশ্যত্ব।

আচার্য গৌড়পাদ প্রাচীন অদ্বৈতবেদান্তের প্রবর্তক। তাঁর প্রণীত 'মাণ্ডুক্যকারিকা' গ্রন্থে অদ্বৈতবেদান্তের প্রাচীনতম রূপটি বিবৃত হয়েছে। গৌড়পাদের মতে অনাভাস তুরীয় ব্রহ্ম একমাত্র সত্য এবং আন্তর ও বাহ্য দৃশ্য জগৎ আভাসমাত্র। এই আভাসকে বিতথ বলা হয়েছে। গৌড়পাদের প্রশিষ্য আচার্য শংকর ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে পারমার্থিক সত্য বস্তু ও দৃশ্য নামরূপ জগতকে মিথ্যা বলেছেন। তবে শংকরের দর্শনে স্বপ্ন ও ব্যবহারিক ভ্রমে প্রতীয়মান বস্তুর প্রাতীতিক সত্যতা ও সংসারদশায় অভিজ্ঞতালব্ধ দৃশ্য জগতের ব্যবহারিক সত্যতা সমর্থিত হয়েছে। তাঁর দর্শনে প্রাতিভাসিক ও ব্যবহারিক বস্তুকে আপেক্ষিক সত্য বলা হলেও ঊর্দ্ধতন স্তরে তাদেরকে মিথ্যা বলা হয়ে থাকে। অদ্বৈতবেদান্তের সকল প্রস্থানের আচার্যেরা শংকরের অদ্বৈততত্ত্ব নানাভাবে পরিবেশন করেছেন। তবে অদ্বৈততত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় আচার্যগণের মধ্যে কিছু মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। সুরেশ্বর প্রভৃতি অদ্বৈতবেদান্তীরা দ্বৈতরাহিত্যকে অদ্বৈত বলেছেন।[২] কিন্তু প্রকাশাত্মা প্রমুখ প্রতিবিম্ববাদী ও বাচস্পতি প্রমুখ অবচ্ছেদবাদী আচার্যগণ ব্রহ্মের সঙ্গে জীবজগতের অভেদকে অদ্বৈত বলেছেন। সদানন্দ যোগীন্দ্র *বেদান্তসার* গ্রন্থে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যকে বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয় বলেছেন।[২] উল্লেখ্য যে, ব্রহ্মভিন্ন যাবতীয় বস্তু মিথ্যা এ বিষয়ে সকল আচার্যই সহমত পোষণ করেন।

ন্যায় প্রভৃতি ভারতীয় দর্শনে 'মিথ্যা' শব্দটি জ্ঞানতত্ত্বের একটি পারিভাষিক শব্দরূপে গৃহীত হয়ে থাকে। নৈয়ায়িকগণ মিথ্যাজ্ঞান বলতে ভ্রমজ্ঞান বা অযথার্থজ্ঞানকেই বুঝিয়ে থাকেন। কিন্তু অদ্বৈতবেদান্ত গ্রন্থে 'মিথ্যা' শব্দটি আধিবিদ্যক অর্থের বোধক। মিথ্যা বলতে ভ্রমীয় বস্তুকে বোঝায়, ভ্রমজ্ঞানকে নয়। অদ্বৈতবেদান্তীরা মিথ্যাজ্ঞান স্বীকার করেন না। তাঁরা অজ্ঞানকে মিথ্যা বলেন।[৩] তাঁদের মতে অধ্যাস হল মিথ্যা অজ্ঞানের ফলে সত্য বস্তুতে অনৃতের অবভাস।[৪] কাজেই অদ্বৈত মতে মিথ্যা বলতে ভ্রমে ভাসমান বস্তুকে বোঝায়।

গৌড়পাদের দর্শনে আভাসকে বিতথ বলা হলেও বৈতথ্য বা মিথ্যাত্বের কোন লক্ষণ তাঁর দর্শনে প্রদর্শিত হয়নি। শংকরের দর্শনে মিথ্যাত্বের লক্ষণ বা মিথ্যা বস্তুর স্বরূপ বিশদভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। আচার্য শংকর চিদাত্মা ও অনাত্মা এই দুপ্রকার কোটি উল্লেখ করেছেন।[৫] এদের মধ্যে চিদাত্মা বিষয়ী, নিত্য ও প্রকাশস্বভাব এবং অনাত্মা বিষয়, অচেতন ও চিদভাস্য।[৬] চিদাত্মা সত্য ও অনাত্মা অনৃত। অনৃত বলতে মিথ্যাকে বোঝানো হয়েছে। সত্য ও মিথ্যা বস্তুর একীকরণকেই অধ্যাস বলে।[৭] শংকর মিথ্যা বলতে অনির্বাচ্যকে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে ব্রহ্ম বাক্য ও মনের অগোচর হলেও তিনি সদ্‌রূপে নির্বাচ্য, সদ্‌রূপে অনির্বাচ্য নন। ব্রহ্মের নির্বাচ্যতা শাস্ত্রৈকগম্য। কিন্তু অজ্ঞান ও অজ্ঞানপ্রসূত নামরূপ দৃশ্য জীব-জগৎ অনির্বাচ্য। তবে যা সদ্‌রূপে নির্বাচ্য

নয় তাকে শংকর অনির্বাচ্য বলেন নি। তিনি, *বিবেকচূড়ামণি* গ্রন্থে বলেছেন, যা সৎ নয়, যা অসৎ নয়, যা সদসৎ নয়, এই ত্রিতয় বিলক্ষণ এবং যা ভিন্ন নয়, যা অভিন্ন নয়, যা ভিন্নাভিন্ন নয়, এই ত্রিতয়বিলক্ষণ তাই হল অনির্বাচ্য।[৮] মিথ্যাবস্তু পরমার্থ সত্যবস্তু থেকে ভিন্ন নয়, যেহেতু মিথ্যাবস্তুকে পরমার্থসত্য বস্তু থেকে ভিন্ন বললে দ্বৈতাপত্তি হয়। মিথ্যাবস্তুকে ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন বললে সত্য ও মিথ্যার একীকরণ প্রসঙ্গ হয়। আর সত্য হতে মিথ্যা বস্তুকে ভিন্নাভিন্ন বললে মিথ্যা বস্তুতে ভিন্নত্ব ও অভিন্নত্ব দুটি বিরুদ্ধ ধর্মের যুগপৎ অবস্থান মানতে হয়। এজন্য শংকর বলেছেন, অনির্বাচ্য বস্তু হল সৎ, অসৎ, ও সদসৎ হতে বিলক্ষণ, পরম সত্যবস্তু হতে ভিন্ন, অভিন্ন ও ভিন্নাভিন্ন হতে বিলক্ষণ এবং নিরবয়ব ও উভয় হতে ভিন্ন। আচার্য শংকরের শিষ্য পদ্মপাদাচার্য *পঞ্চপাদিকা টীকা* গ্রন্থে 'মিথ্যা' শব্দটি অনির্বাচ্য অর্থেই গ্রহণ করেছেন।[৯] অদ্বৈতবেদান্তের গৃহী প্রস্থানের আচার্য টীকাকার বাচস্পতি ভামতী টীকায় শংকরকে অনুসরণ করে মিথ্যা বলতে অনির্বাচ্যকে বুঝিয়েছেন। তবে শংকরের মতের সাথে বাচস্পতির মতের কিছু পার্থক্য আছে। বাচস্পতি বলেছেন যা সৎ নয়, যা অসৎ নয় ও যা সদসৎ নয় তাই অনির্বাচ্য।[১০] তাঁর মতে অনির্বাচ্য এক প্রকারে ত্রিতয় বিলক্ষণ। কিন্তু শংকরের মতে অনির্বাচ্য তিন প্রকারে ত্রিতয় বিলক্ষণ। পরবর্তী আচার্যেরা বাচস্পতির মতকে গ্রহণ করেছেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, অদ্বৈতবেদান্তের সকল আচার্যই ত্রিতয়বিলক্ষণকে অনির্বাচ্য বলেন নি। ইষ্টসিদ্ধিকার বিমুক্তাত্মা চতুষ্কোটিবিলক্ষণকে অনির্বাচ্য বলেছেন। তিনি বলেছেন, অদ্বৈত মতে অবিদ্যার নিবৃত্তি হল মুক্তি। অবিদ্যার নিবৃত্তিও ত্রিকোটিবিলক্ষণ। একে সৎ বলা যায় না, যেহেতু অবিদ্যার নিবৃত্তি সৎ হলে অদ্বৈতহানি হবে। অবিদ্যার নিবৃত্তি আকাশ কুসুমের মতো অলীক বস্তুও নয়। মোক্ষ অলীক হলে মুমুক্ষু ব্যক্তির বেদান্ত পাঠে প্রবৃত্তি জন্মাবে না। অবিদ্যার নিবৃত্তিকে সদসৎও বলা যায় না, যেহেতু তাতে বিরোধ দেখা দেবে। কাজেই সৎ, অসৎ ও সদসৎ বিলক্ষণকে অনির্বাচ্য বললে অবিদ্যার নিবৃত্তিকেও অনির্বাচ্য বলতে হয়। কিন্তু তা অদ্বৈতসিদ্ধান্তের পরিপন্থী। এজন্য যা সৎ, অসৎ, সদসৎ বা অবিদ্যার নিবৃত্তি নয় এরূপ চতুষ্কোটি বিলক্ষণকে ইষ্টসিদ্ধিকার অনির্বাচ্য বলেছেন। তবে বাচস্পতির মতকে মধুসূদন সরস্বতী *অদ্বৈতসিদ্ধি* গ্রন্থে অন্যভাবে উপপাদন করেছেন। তাঁর মতে ত্রিতয়বিলক্ষণত্ব অনির্বাচ্য পদের অর্থ। তবে কেবল ত্রিতয়বিলক্ষণত্ব নয়, মুক্তিকালে অবস্থান করে, এরূপ ত্রিতয়বিলক্ষণত্বই এখানে বিবক্ষিত হয়েছে।[১১] অনির্বাচ্য পদের এরূপ অর্থ করলে ইষ্টসিদ্ধিকার উদ্ভাবিত দোষের প্রসঙ্গ হবে না।

অদ্বৈতবেদান্তের বিভিন্ন আকরগ্রন্থে মিথ্যাত্বের নানাপ্রকার লক্ষণ নিরূপিত হয়েছে। আচার্য চিৎসুক *প্রত্যকতত্ত্বপ্রদীপিকা* গ্রন্থে মিথ্যাত্বের দশটি পূর্বপক্ষ লক্ষণ[১২] ও একটি সিদ্ধান্ত লক্ষণ গঠন করেছেন। মধ্বাচার্য *ন্যায়ামৃত* গ্রন্থে মিথ্যাত্বের লক্ষণ খণ্ডন প্রসঙ্গে মিথ্যাত্বের তেরটি লক্ষণ উদ্ভাবন করেছেন।[১৩] মধুসূদন সরস্বতী *অদ্বৈতসিদ্ধি* গ্রন্থে ন্যায়ামৃতকারের মত খণ্ডন করে অদ্বৈতসম্মত মিথ্যাত্বের লক্ষণ স্থাপন করেছেন। *অদ্বৈতসিদ্ধি* গ্রন্থে প্রদত্ত পাঁচটি সিদ্ধান্ত লক্ষণ হল — ১. 'সদসদ্‌বিলক্ষণত্ব' ২.'প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বম্' ৩. 'জ্ঞাননিবর্ত্যত্বম্' ৪. 'স্বাশ্রয়নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বম্' ও ৫. 'সদ্বিবিক্তত্বম্'। অদ্বৈতসিদ্ধিকার নিজে মিথ্যাত্বের কোন লক্ষণ করেন নি। পূর্বাচার্যগণের সম্মত মিথ্যাত্বের পাঁচটি সিদ্ধান্তলক্ষণ তিনি তাঁর গ্রন্থে বিশ্লেষণ করেছেন। এই পাঁচটি সিদ্ধান্তলক্ষণের মধ্যে প্রথমটি পদ্মপাদাচার্যের, দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি প্রকাশাত্মার, চতুর্থটি চিৎসুখাচার্যের ও পঞ্চম লক্ষণটি আনন্দবোধের সম্মত। মধুসূদন এই লক্ষণগুলি মধ্ব মত খণ্ডনের অভিপ্রায়ে নিজ ভঙ্গিমায় ব্যাখ্যা করেছেন। এই প্রবন্ধে মিথ্যাত্বের পাঁচটি লক্ষণ পূর্বাচার্যগণের মতের প্রেক্ষিতে আলোচিত হবে।

প্রকাশাত্মা পঞ্চপাদিকাবিবরণ টীকায় মিথ্যাত্বের দুটি লক্ষণ নিরূপণ করেছেন। তাঁর প্রদত্ত প্রথম লক্ষণটি হল— 'প্রতিপন্নোপাধাবাভাবপ্রতিযোগিত্বমেব মিথ্যাত্বম্'[১৪] যে অধিকরণে যার অত্যন্তাভাব থাকে সেই অভাবের প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব। মিথ্যাবস্তু ঐ অভাবের প্রতিযোগী হয়। রজ্জুতে সর্পের ভ্রমস্থলে অধিকরণ রজ্জুতে সর্প কোন কালেই থাকে না। এজন্য প্রতীয়মান সর্পটিকে মিথ্যা বলা হয়। তুল্যভাবে সৎ ব্রহ্মে প্রতীয়মান জগৎ কোন কালেই থাকে না। তাই জগৎ মিথ্যা বলে বিবেচিত হয়।

মিথ্যাত্বের উক্ত লক্ষণে বিবরণকার সত্যবস্তু ও মিথ্যাবস্তুর ভেদ দেখিয়েছেন। মনে হয়, তিনি এখানে পূর্বাচার্যগণের মত খণ্ডন করেছেন। পূর্বাচার্যগণ বলতেন, ভ্রমে ভাসমান প্রাতিভাসিক সর্প ব্যবহারিক সর্প থেকে ভিন্ন। 'নায়ং সর্পঃ' এই বাধকজ্ঞানের দ্বারা ব্যবহারিক সর্পেরই নিষেধ করা হয়, প্রাতিভাসিক সর্পের নয়। চিৎসুখী গ্রন্থে এই প্রাচীন মতের উল্লেখ আছে।[১৫] এই প্রাচীন মত খণ্ডনের অভিপ্রায়ে বিবরণকার মিথ্যাত্বের প্রথম লক্ষণে বলেছেন, ভ্রমস্থলে মিথ্যাবস্তু সত্য অধিকরণে অভাবের প্রতিযোগী হয়। কাজেই বাধকজ্ঞানের দ্বারা মিথ্যাবস্তুরই নিষেধ হয়। বিবরণকার প্রদত্ত মিথ্যাত্বের প্রথম লক্ষণ হতে পরিস্ফুট হয় যে, বাধকজ্ঞানের দ্বারা ভ্রমস্থলে অধিকরণে প্রতীয়মান বিষয়টির নিত্য অভাব নিশ্চিত হওয়ায় ঐ বস্তুটি মিথ্যা বলে গণ্য হয়। সম্ভবত এই সিদ্ধান্তের অনুরোধে প্রকাশাত্মা বিবরণ গ্রন্থে মিথ্যাত্বের দ্বিতীয় লক্ষণ নিরূপণ করেছেন— 'বাধবিষয়ো মিথ্যাত্বম্'।[১৬] এই লক্ষণ অনুযায়ী অধিকরণে যেটি নিষিদ্ধ হয়, তাকে মিথ্যা বলে। 'বাধ' শব্দের সাধারণ অর্থ হল নিষেধ। কিন্তু এখানে কেবল প্রতীয়মান বস্তুর নিষেধ বিবক্ষিত নয়। বাধ শব্দের দ্বারা অধিষ্ঠানের জ্ঞানের দ্বারা কার্যসহ অজ্ঞানের নিষেধ বিবক্ষিত হয়েছে। প্রকাশাত্মা বলেছেন, অজ্ঞান ভ্রমে ভাসমান বিষয়ের পরিণামী উপাদান কারণ। অধিষ্ঠানের অজ্ঞানই অধ্যস্ত বিষয়রূপে পরিণত হয়ে থাকে। সুতরাং অধিষ্ঠানের জ্ঞানের দ্বারা কার্যসহ অজ্ঞানের নিষেধই এখানে বাধ শব্দের অর্থ।[১৭] ওই বাধের বিষয় হওয়ায় ভ্রমে প্রতীয়মান বস্তুকে মিথ্যা বলা হয়। এজন্য প্রকাশাত্মা বাধবিষয়ত্বকে মিথ্যাত্ব বলেছেন।

অদ্বৈতবেদান্তের অপর আচার্য আনন্দবোধ ভট্টারক পদ্মপাদ ও প্রকাশাত্মা প্রদত্ত মিথ্যাত্বের কোন লক্ষণ সমর্থন করেন নি। তিনি ন্যায়দীপাবলি গ্রন্থে সত্য ও মিথ্যার ভেদ নিরূপণ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'সত্যমবাধ্যম্, বাধ্যং মিথ্যেতি তদ্বিবেকঃ।'[১৮] অদ্বৈতমতে ব্রহ্ম একমাত্র সত্য বস্তু, যেহেতু ব্রহ্ম কোন জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয় না এবং বাধিত হওয়ার যোগ্যও নয়। যা জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয়, তাকে মিথ্যা বলে। কিন্তু অনেকসময় জ্ঞানের দ্বারা প্রবল ভ্রম বা তার বিষয় বাধিত হয় না। কিন্তু তা বাধিত হওয়ার যোগ্য। এজন্য আনন্দবোধ বাধ্যত্বকে মিথ্যাত্ব বলেছেন।

আচার্য চিৎসুখ একজন খ্যাতনাম অদ্বৈতবেদান্তী তিনি পরমত খণ্ডন করে অদ্বৈতমত স্থাপনে বিশেষ যত্নশীল হয়েছিলেন। তিনি প্রত্যক্‌তত্ত্বপ্রদীপিকা গ্রন্থে মিথ্যাত্বের লক্ষণ করেছেন ''সর্বেষামপি ভাবানামাশ্রয়ত্বেন সম্মতে। প্রতিযোগিত্বমত্যন্তাভাবং প্রতি মৃষাত্মতা।''[১৯] শ্লোকটির ভাবার্থ হল — পটাদি ভাবপদার্থের আশ্রয়রূপে সম্মত যে তন্তু প্রভৃতি বস্তু তাতে তন্তু প্রভৃতি হতে পৃথক্ পটাদি বস্তুর যে অত্যন্তাভাব তার প্রতিযোগিতা হল ঘটাদির মিথ্যাত্ব। কারণ ঘটাদির সত্তা আশ্রয় ছাড়া অন্য জায়গায় থাকতে পারে না। প্রশ্ন হতে পারে, পরমাণু, কাল প্রভৃতি নিত্য দ্রব্য নিরাশ্রয় হওয়ায় তাতে অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতা থাকে না। এরফলে লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ দেখা দেবে। এর উত্তরে চিৎসুখ বলেছেন, অদ্বৈতমতে ব্যবহারদশায় ব্রহ্ম সকল দৃশ্যবস্তুর উপাদান হওয়ায় সকল কার্যবস্তুই তাতে আশ্রিত। যেমন শুক্তিরজতস্থলে কল্পিত রজতাদি শুক্তিতে আশ্রিত থাকে তেমনি কল্পিত সকল ভাবপদার্থই ব্রহ্মে আশ্রিত থাকে। কাজেই উক্ত অব্যাপ্তি প্রসঙ্গ ওঠে না।[২০] সত্য ব্রহ্মে উক্ত মিথ্যালক্ষণের অতিপ্রসঙ্গ হয় না, যেহেতু ব্রহ্ম নিরাশ্রয় হওয়ায় তন্নিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতার আশঙ্কা করাই সম্ভব নয়।[২১] এইভাবে চিৎসুখ দেখিয়েছেন যে, পটাদি সকল ভাবপদার্থই মিথ্যা, যেহেতু স্বাধিষ্ঠান ব্রহ্মচৈতন্যে তাদের সত্তার যে অত্যন্তাভাব থাকে, ওই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতা পটাদি পদার্থে থাকে।

পূর্বোক্ত মিথ্যাত্ব লক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে অদ্বৈতবেদান্তীগণ নামরূপ জীবজগৎকে মিথ্যা বলে থাকেন। এখানে প্রশ্ন হতে পারে, জগতের মিথ্যাত্ব সত্য না মিথ্যা? যদি মিথ্যাত্বকে সত্য বলা হয় তাহলে অদ্বৈতহানি হয়। আর যদি মিথ্যাত্ব মিথ্যা হয় তাহলে জগতের সত্যত্বের আপত্তি হয়। এরূপ আপত্তির সমাধানে মধুসূদন অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থে বলেছেন, জগতের ন্যায় মিথ্যাত্বও মিথ্যা। মিথ্যাত্ব মিথ্যা হলেও জগতের সত্যত্ব প্রসঙ্গ হয় না। যেহেতু উভয়স্থলেই দৃশ্যত্ব প্রভৃতি একই নিষেধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম থাকে।[২২] ব্যবহারিক সত্যতা ও ব্যবহারিক মিথ্যাত্ব দুই-ই দৃশ্য। কাজেই একতর নিষেধের দ্বারা অন্যের সত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. তত্র অদ্বৈতসিদ্ধেঃ দ্বৈতমিথ্যাত্বসিদ্ধিপূর্বকত্বাৎ দ্বৈতমিথ্যাত্বমেব প্রথমম্ উপপাদনীয়ম্।
— রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত, *অদ্বৈতসিদ্ধি*, ১মভাগ, ক্ষেত্রপাল ঘোষ প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৯৩১, পৃ.২৯/২-৩
২. জীবব্রহ্মৈক্যং শুদ্ধচৈতন্যং প্রমেয়ম্।
—ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য সম্পাদিত, *বেদান্তসার*, পাণ্ডুলিপি প্রকাশনা, কলিকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ৪৬/১২
৩. অজ্ঞানং তু সদসদ্ভ্যাম্ অনির্বাচনীয়ম্...
—তদেব, পৃ. ৬০/৪
৪. ...মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তঃ সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য 'অহমিদং' 'মমেদমিতি' নৈসর্গিকোহয়ং লোকব্যবহারঃ।
—অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী সম্পাদিত, *ব্রহ্মসূত্রশাংকরভাষ্য*, অধ্যাসভাষ্য, নির্ণয়সাগর প্রেস, বোম্বে, ১৯৩৮, পৃ. ১৬-১৭
৫. দৃশ্যং সর্ব্বমনাত্মা স্যাদ্দৃগেবাত্মা বিবেকিনঃ।
— শংকরাচার্যের গ্রন্থমালা, *আত্মানাত্মবিবেক*, ২য় খণ্ড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ৪৫১/১ক
৬. চিৎস্বভাব আত্মা বিষয়ী, জড়স্বভাবা বুদ্ধীন্দ্রিয়দেহবিষয়া বিষয়াঃ। এতে হি চিদাত্মানং বিষিঞ্চন্তি অববগ্নন্তি, স্বেন রূপেন নিরূপনীয়ং কুর্বন্তীতি যাবৎ।
—অনন্তকৃষ্ণশাস্ত্রী সম্পাদিত, *ব্রহ্মসূত্রশাংকরভাষ্য*, অধ্যাসভাষ্য, ভামতী, নির্ণয়সাগর প্রেস, বোম্বে, ১৯৩৮, পৃ. ৬-৭
৭. সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য...
—*ব্রহ্মসূত্রশাংকরভাষ্য*, অধ্যাসভাষ্য, পৃ. ১৬/১,
অত্র পরত্রাবভাস ইত্যেব লক্ষণম্। আচার্য জগদীশ শাস্ত্রী সম্পাদিত, ভাষ্যরত্নপ্রভা, মোতীলাল বনারসী দাস, দিল্লী, ২০০০, পৃ. ১১/১৩
৮. সন্নাপ্যসন্নাপ্যুভয়াত্মিকা নো ভিন্নাপ্যভিন্নাপ্যুভয়াত্মিকা নো।
সাংগাপ্যনঙ্গা প্যুভয়াত্মিকা নো মহাদভুতা নির্বচনীয়রূপা।। (শ্লোক-১১১)
—জন্ গ্রাইমস্ অনুদিত, *বিবেকচূড়ামণি*, মোতিলাল বনারসী দাস, দিল্লী, ২০০৪
৯. মিথ্যেত্যনির্বচনীয়তোচ্যতে।
—অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী সম্পাদিত, *পঞ্চপাদিকা*, মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং এ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, ১৯৩৩, পৃ. ৮৮/২
১০. তস্মান্ন সৎ, নাপ্যসৎ, নাপি সদসৎ, পরস্পরবিরোধাদিত্যনির্বাচ্যমেবারোপনীয়ং মরীচিষু তোয়মাঙ্কেয়ম্।
—অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী সম্পাদিত, *ভামতী*, নির্ণয়সাগর প্রেস, বোম্বে, ১৯৩৮, পৃ. ২৩/১১-১২
১১.পঞ্চমপ্রকারাবিদ্যানিবৃত্তিপক্ষে নৈতৎত্রিতয়বিলক্ষণত্বমাত্রমনির্বাচ্যত্বম্, কিন্তু মুক্তিকালানবস্থায়িত্বসহিতম্।
— নারায়ণ স্বামী শাস্ত্রী সম্পাদিত, *অদ্বৈতসিদ্ধি*, প্রথম পরিচ্ছেদ, তৃতীয় সম্পুট, ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরী প্রকাশন, মহীশূর, ১৯৩৯, পৃ. ১১০/৬-৭
১২. গজানন শাস্ত্রী মুসলগাঁওকর সম্পাদিত, প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা, চৌখাম্বা সংস্কৃত সংস্থান, বারাণসী, ১৯৮৭, প্রথম পরিচ্ছেদ, পৃ. ৮১/৬-১০
১৩. রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত, *ন্যায়ামৃত, অদ্বৈতসিদ্ধি* গ্রন্থের (১ম ভাগ, পরিশিষ্ট-এ সংযোজিত), ক্ষেত্রপাল ঘোষ প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৯৩১, পৃ. ২২-৪৪
১৪. অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী সম্পাদিত, *পঞ্চপাদিকাবিবরণ*, মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, ১৯৩৩, পৃ. ২১২/৮,
১৫. গজানন শাস্ত্রী মুসলগাঁওকর সম্পাদিত, *প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা*, ১ম পরিচ্ছেদ, পৃ. ২১০-২১১
১৬. অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী সম্পাদিত, *পঞ্চপাদিকাবিবরণ*, মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, ১৯৩৩, পৃ. ২১৩/৬,
১৭. অজ্ঞানস্য স্বকার্যেন বর্তমানেন প্রবিলীনেন বা সহ জ্ঞানেন নিবৃত্তির্বাধঃ।
—তদেব, পৃ. ২১৫/৭
১৮. এন.এস.এন. স্বামী বলরাম উদাসীন সম্পাদিত, *ন্যায়দীপাবলি*, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, বিদ্যাবিলাস প্রেস, বেনারস, ১৯০৭, পৃ. ১/৯
১৯. গজানন শাস্ত্রী মুসলগাঁওকর সম্পাদিত, *প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা*, ১ম পরিচ্ছেদ, পৃ. ৯৪/৪-৫
২০. ন চ নিরাশ্রয়েষু নিত্যেষু ভাবেষু সা নাস্তীতি লক্ষণস্যাব্যাপ্তিঃ ব্রহ্ম ব্যতিরিক্তস্যকৃৎস্নস্য কার্যতয়া কারণাশ্রিতত্বস্য ব্যবহারদশায়াং রজতাদেরিব শুক্ত্যাদ্যাশ্রিততায়াঃ স্বীকারাৎ।
—তদেব, পৃ. ৯৪/৮-১১
২১. *নাপ্যতিব্যাপ্তিঃ*; সত্যস্য ব্রহ্মণো নিরাশ্রয়ত্বাভাস্য তন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাব প্রতিযোগিতায়াঃ শঙ্কিতুমপ্যশক্যত্বাৎ।
—তদেব, পৃ. ৯৪/১১-১২
২২. প্রকৃতে তু নিষেধ্যতাবচ্ছেদকমেকমেব দৃশ্যত্বাদি।
—অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী সম্পাদিত, *অদ্বৈতসিদ্ধি*, নির্ণয়সাগর প্রেস, বোম্বে, ১৯৩৭, পৃ. ২১৩/২